Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIV, Issue-III, April 2026, Page No. 148-154
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.14.issue.03W.092

ভ্রূণের নৈতিক মর্যাদা ও নারীর শারীরিক স্বায়ত্তশাসন: একটি জৈব-নৈতিক ও দার্শনিক বিশ্লেষণ

রীনা পাল, *স্বাধীন গবেষক, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 21.04.2026; Accepted: 24.04.2026; Available online: 30.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Fetal rights versus maternal autonomy are one of the most important and controversial issues in biomedical ethics. This research paper analyzes the philosophical debate on the morality of abortion. The moral dignity of the fetus, the mother's bodily autonomy, and the conflict between the two are discussed in the light of various moral theories - utilitarianism, deontology and feminist ethics. In particular, a comparative analysis of the theories of Judith Jarvis Thomson and Don Marquis is at the center of this paper. On the one hand, the fetus is considered as a potential human life and its right to life is given importance. On the other hand, a woman's right to control and decision-making over her own body is recognized as a fundamental human right. At the heart of this conflict is a deep philosophical question - when will a fetus be considered a person and to what extent will its moral rights apply in that case? The paper aims to show that there is no single solution to this problem, but it is possible to adopt a balanced and relevant moral position. The underlying assumptions, logical strengths, and limitations of each theory are analyzed to present an unbiased assessment. This study provides a coherent and philosophically well-organized view of the ethics of abortion. It is capable of enriching the theoretical discussion of biomedical ethics as well as making important contributions to policymaking and moral education.

Keywords: Fetus, Moral status, right to life, Feminist ethics, Deontological, Utilitarian

জৈব চিকিৎসা নীতিশাস্ত্র আধুনিক নৈতিক দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা, যা চিকিৎসা বিজ্ঞান, জীবপ্রযুক্তি এবং মানবজীবনের সাথে সম্পর্কিত নৈতিক সমস্যাগুলোকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে। এই নীতিশাস্ত্রের অন্যতম জটিল ও বিতর্কিত প্রশ্ন হলো গর্ভপাত, যেখানে ভ্রূণের নৈতিক মর্যাদা এবং মায়ের শারীরিক স্বাধীনতার মধ্যে একটি মৌলিক দ্বন্দ্ব দেখা যায়। একদিকে, ভ্রূণকে একটি সম্ভাব্য মানবজীবন হিসেবে বিবেচনা করে তার জীবনাধিকারকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। অন্যদিকে, একজন নারীর নিজের শরীরের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারকে মৌলিক মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এই দ্বন্দ্বের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে একটি গভীর দার্শনিক প্রশ্ন- কখন একটি ভ্রূণকে ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা হবে এবং সেই ক্ষেত্রে তার নৈতিক অধিকার কতটা প্রযোজ্য হবে? এই প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করে বিভিন্ন দার্শনিক মানদণ্ডের উপর, যেমন— চেতনা, যুক্তিবোধ, স্বায়ত্তশাসন এবং ভবিষ্যৎ জীবনের সম্ভাবনা। একইসঙ্গে, প্রশ্ন উঠে— মায়ের শরীরের উপর তার অধিকার কি সম্পূর্ণ, নাকি ভ্রূণের অস্তিত্ব সেই স্বাধীনতার উপর নৈতিক সীমা আরোপ করে?

এই প্রসঙ্গে জুডিথ জার্ভিস্ থমসন্ তার বিখ্যাত বেহালাবাদকের উপমার মাধ্যমে যুক্তি দেন যে, অন্যের জীবন রক্ষার জন্য কাউকে তার নিজের শরীর ব্যবহার করতে বাধ্য করা নৈতিকভাবে অগ্রহণযোগ্য। ফলে,

তিনি দেখাতে চান যে, এমনকি ভ্রূণকে ব্যক্তি হিসেবে স্বীকার করলেও গর্ভপাত সবসময় অনৈতিক নয়। অপরদিকে, ডন মারকুইস তার আমাদের মত ভবিষ্যত তত্ত্বে যুক্তি দেন যে, গর্ভপাত অনৈতিক, কারণ এটি ভ্রূণের সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ জীবন ও অভিজ্ঞতাকে ধ্বংস করে। এই দুই দৃষ্টিভঙ্গি গর্ভপাত বিতর্কের দুটি বিপরীত মেরু হিসেবে কাজ করে এবং নৈতিক দ্বন্দ্বকে আরও তীব্র করে তোলে। এছাড়াও, উপযোগবাদী, কর্তব্যবাদী এবং নারীবাদী নৈতিক তত্ত্ব এই সমস্যাটিকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করে। উদাহরণস্বরূপ, জন স্টুয়ার্ট মিল-এর উপযোগবাদ গর্ভপাতের ফলাফলভিত্তিক মূল্যায়ন করে, যেখানে সর্বাধিক কল্যাণকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। অন্যদিকে, ইমানুয়েল কান্ট-এর কর্তব্যবাদ নৈতিক নিয়ম ও ব্যক্তির মর্যাদাকে প্রাধান্য দেয়। পাশাপাশি, ক্যারল গিলিগান-এর নারীবাদী নৈতিকতা সম্পর্ক, যত্ন এবং সামাজিক প্রেক্ষাপটের গুরুত্ব তুলে ধরে, যা এই বিতর্ককে আরও বাস্তবমুখী করে তোলে। এই গবেষণা প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হল ভ্রূণের নৈতিক মর্যাদা এবং মায়ের শারীরিক স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে সংঘাতকে দার্শনিকভাবে বিশ্লেষণ করা এবং বিভিন্ন নৈতিক তত্ত্বের আলোকে একটি সমন্বিত ও যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা প্রদান করা। এই বিশ্লেষণের মাধ্যমে গর্ভপাতের নৈতিকতা সম্পর্কে একটি ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলাই এই প্রবন্ধের প্রধান লক্ষ্য। গর্ভপাতের প্রশ্নটি মানব সমাজে দীর্ঘদিন ধরে নৈতিক, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। আধুনিক জৈব চিকিৎসা নীতিশাস্ত্রে দুটি মৌলিক নৈতিক মূল্যবোধের সংঘাত দেখা যায়- ভ্রূণের জীবনাধিকার এবং মায়ের শরীরগত স্বাধীনতা। এই দ্বন্দ্বের মূল প্রশ্ন হলো- কখন একটি ভ্রূণকে নৈতিকভাবে ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা হবে, এবং সেই ক্ষেত্রে মায়ের স্বাধীনতার সীমা কোথায় নির্ধারিত হবে? এই প্রবন্ধে এই প্রশ্নগুলিকে দার্শনিকভাবে বিশ্লেষণ করব।

ভ্রূণের অধিকার বনাম মায়ের শারীরিক স্বায়ত্তশাসন- এই নৈতিক সমস্যাটি সমসাময়িক জৈব চিকিৎসা নীতিশাস্ত্রে একটি মৌলিক ও জটিল দ্বন্দ্ব হিসেবে বিবেচিত। এই দ্বন্দ্ব মূলত দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী নৈতিক দাবির সংঘর্ষকে প্রতিনিধিত্ব করে। একদিকে সম্ভাব্য মানবজীবনের নৈতিক মর্যাদা, অন্যদিকে একজন নারীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও শরীরের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের অধিকার। এই অংশে বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্ব ও বিশ্লেষণের আলোকে এই দ্বন্দ্বকে গভীরভাবে আলোচনা করা হলো।

ব্যক্তি ও নৈতিক মর্যাদা:

গর্ভপাত বিতর্কের এক অন্যতম মৌলিক দার্শনিক প্রশ্ন হল- কোন পর্যায়ে একটি ভ্রূণকে ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা হবে এবং সেই অনুযায়ী তার নৈতিক মর্যাদা কতটা স্বীকৃত হবে। ব্যক্তির ধারণাটি নৈতিক দর্শনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি নির্ধারণ করে কোন সত্তা নৈতিক অধিকার এবং সুরক্ষার দাবিদার হতে পারে। দার্শনিকভাবে ব্যক্তি হওয়ার জন্য কয়েকটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য সাধারণত উল্লেখ করা হয়, যেমন- চেতনা, যুক্তিবোধ, আত্মসচেতনতা, এবং স্বায়ত্তশাসন। এই মানদণ্ডগুলোর আলোকে বিচার করলে দেখা যায় যে গর্ভধারণের প্রাথমিক পর্যায়ে ভ্রূণের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলোর কোনোটি সম্পূর্ণভাবে বিকশিত থাকে না। ফলে অনেক দার্শনিক যুক্তি দেন যে, ভ্রূণকে পূর্ণাঙ্গ নৈতিক ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করা যায় না এবং তাই তার অধিকার সীমিত। তবে এই অবস্থানের একটি শক্তিশালী সমালোচনা প্রদান করেন ডন মারকুইস। তার আমাদের মত ভবিষ্যত তত্ত্বে তিনি যুক্তি দেন যে, ব্যক্তি হওয়ার জন্য বর্তমান চেতনা বা আত্মসচেতনতা অপরিহার্য নয়, বরং একটি সত্তার সম্ভাব্য ভবিষ্যৎই তার নৈতিক মর্যাদার ভিত্তি। মারকুইসের মতে, ভ্রূণেরও একটি সম্ভাব্য মূল্যবান ভবিষ্যৎ রয়েছে, যেখানে অভিজ্ঞতা, সম্পর্ক এবং জীবনযাপনের সম্ভাবনা বিদ্যমান। এই ভবিষ্যৎকে ধ্বংস করা নৈতিকভাবে হত্যার সমতুল্য। তবে এই যুক্তির সীমাবদ্ধতা এখানেই যে, এটি সম্ভাব্যতা এবং বাস্তবতার মধ্যে পার্থক্যকে অস্পষ্ট করে তোলে। একটি সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ কি বর্তমান সচেতন ব্যক্তির

অধিকারসমূহের সমতুল্য হতে পারে- এই প্রশ্নটি দার্শনিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও কিছু দার্শনিক ধাপে ধাপে অবস্থান গ্রহণ করেন, যেখানে বলা হয় যে ভ্রূণের নৈতিক মর্যাদা একটি ধীরগতির প্রক্রিয়ায় বিকশিত হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, ভ্রূণের প্রাথমিক অবস্থায় তার নৈতিক অধিকার সীমিত হলেও গর্ভধারণের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

সুতরাং, ব্যক্তির ধারণা এবং নৈতিক মর্যাদার প্রশ্নটি গর্ভপাত বিতর্কের কেন্দ্রীয় সমস্যা হিসেবে ধরা হয়। এটি স্পষ্ট যে, ব্যক্তি নির্ধারণের কোনো একক ও সর্বজনগ্রাহ্য মানদণ্ড নেই, বরং বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্ব এই প্রশ্নের ভিন্ন ভিন্ন উত্তর প্রদান করে। এই অনিশ্চয়তাই ভ্রূণের অধিকার ও মায়ের স্বাধীনতার মধ্যে নৈতিক দ্বন্দ্বকে আরও জটিল করে তোলে।

নারীর শারীরিক স্বায়ত্তশাসন বনাম জীবনাধিকার:

ভ্রূণের অধিকার বনাম মায়ের স্বাধীনতার বিতর্কে অন্যতম মূল প্রশ্ন হল- একজন নারীর নিজের শরীরের উপর কতটা নৈতিক ও আইনগত অধিকার রয়েছে এবং সেই অধিকার কি ভ্রূণের জীবনাধিকার দ্বারা সীমাবদ্ধ হতে পারে। এই দ্বন্দ্ব মূলত দুটি মৌলিক নৈতিক নীতির সংঘর্ষকে প্রতিনিধিত্ব করে- শারীরিক স্বায়ত্তশাসন এবং জীবনাধিকার। শারীরিক স্বায়ত্তশাসনের ধারণা অনুযায়ী, প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের শরীর সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার রাখে। এই অধিকার আধুনিক মানবাধিকার তত্ত্বের একটি মৌলিক ভিত্তি এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এই প্রেক্ষাপটে, গর্ভধারণ একটি শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক প্রক্রিয়া হওয়ায়, একজন নারী তার শরীরের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখবেন- এই দাবি নৈতিকভাবে শক্তিশালী বলে বিবেচিত হয়। এই অবস্থানকে দার্শনিকভাবে সবচেয়ে প্রভাবশালীভাবে উপস্থাপন করেন জুডিথ জার্ভিস্ থমসন্। তার বিখ্যাত বেহালাবাদকের উপমাতে তিনি একটি কাল্পনিক পরিস্থিতি তুলে ধরেন, যেখানে একজন ব্যক্তিকে জোরপূর্বক একজন অসুস্থ বেহালাবাদককে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তার শরীরের সাথে সংযুক্ত করে রাখা হয়। থমসন্ যুক্তি দেন যে, এমন পরিস্থিতিতে সেই ব্যক্তিকে বাধ্য করা নৈতিকভাবে অগ্রহণযোগ্য, যদিও বেহালাবাদকের জীবন মূল্যবান। এই উদাহরণের মাধ্যমে তিনি দেখাতে চান যে, অন্যের জীবন রক্ষার জন্য কাউকে তার নিজের শরীর ব্যবহার করতে বাধ্য করা যায় না। এই যুক্তি গর্ভপাতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে দেখা যায় যে, যদি ভ্রূণকে একটি নৈতিক ব্যক্তি হিসেবেও ধরা হয়, তবুও মায়ের শরীর ব্যবহারের অধিকার তার নেই। ফলে, মায়ের সম্মতি ছাড়া গর্ভধারণ বজায় রাখতে বাধ্য করা তার স্বায়ত্তশাসনের লঙ্ঘন হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তবে এই দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে কিছু গুরুত্বপূর্ণ আপত্তিও উত্থাপিত হয়েছে, যেমন- মা ও ভ্রূণের সম্পর্ক একটি স্বতন্ত্র জৈবিক ও নৈতিক সম্পর্ক, যা থমসনের উদাহরণের মতো আকস্মিক নয়। গর্ভধারণের ক্ষেত্রে ভ্রূণ মায়ের শরীরের স্বাভাবিক জৈবিক প্রক্রিয়ার ফল এবং তাই মায়ের উপর একটি বিশেষ নৈতিক দায়িত্ব আরোপিত হতে পারে।

এছাড়াও, জীবনাধিকার একটি মৌলিক নৈতিক অধিকার হিসেবে বিবেচিত হয়, যা কোনো সত্তার অস্তিত্ব রক্ষার দাবি প্রতিষ্ঠা করে। যদি ভ্রূণকে একটি নৈতিক সত্তা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়, তবে তার জীবনাধিকারকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই প্রেক্ষাপটে প্রশ্ন উঠে- একজন ব্যক্তির শারীরিক স্বাধীনতা কি অন্য একটি জীবনের অস্তিত্বকে সমাপ্ত করার অধিকার প্রদান করতে পারে? এই দ্বন্দ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো নেতিবাচক অধিকার এবং ইতিবাচক দায়িত্বের পার্থক্য। শারীরিক স্বায়ত্তশাসন মূলত একটি নেতিবাচক অধিকার অর্থাৎ অন্যরা আমার শরীরে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। কিন্তু ভ্রূণের জীবন রক্ষার প্রশ্নটি একটি ইতিবাচক দায়িত্বের দিকে নির্দেশ করে অর্থাৎ কাউকে সক্রিয়ভাবে অন্যের জীবন রক্ষা করতে হবে। থমসনের যুক্তি এই পার্থক্যকে সামনে এনে দেখায় যে, একটি নেতিবাচক অধিকারকে রক্ষা করার জন্য

কাউকে ইতিবাচক দায়িত্বে বাধ্য করা নৈতিকভাবে সমস্যাজনক হতে পারে। সুতরাং, শারীরিক স্বায়ত্তশাসন এবং জীবনাধিকার - উভয়ই শক্তিশালী নৈতিক দাবি উপস্থাপন করে এবং এই দুইয়ের মধ্যে একটি সহজ সমাধান খুঁজে পাওয়া কঠিন। এই দ্বন্দ্বই গর্ভপাতের নৈতিকতাকে জৈব চিকিৎসা নীতিশাস্ত্রে একটি স্থায়ী বিতর্ক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

উপযোগবাদী বিশ্লেষণ:

গর্ভপাতের নৈতিকতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে উপযোগবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক কাঠামো প্রদান করে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, কোনো কাজের নৈতিকতা নির্ধারিত হয় তার পরিণতির উপর ভিত্তি করে- বিশেষত, সেটি কতটা সামগ্রিক সুখ বা কল্যাণ বৃদ্ধি করে এবং কতটা কষ্ট হ্রাস করে। এই দৃষ্টিভঙ্গির অন্যতম প্রধান প্রবক্তা জন স্টুয়ার্ট মিল, যিনি নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যক্তিগত ও সকলের কল্যাণকে কেন্দ্রীয় মানদণ্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। গর্ভপাতের প্রসঙ্গে উপযোগবাদী বিশ্লেষণ মূলত একটি প্রশ্নের উপর নির্ভর করে- গর্ভপাত কি সামগ্রিকভাবে বেশি কল্যাণ সৃষ্টি করে, নাকি অধিক কষ্টের জন্ম দেয়? এই প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করে বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং মানসিক উপাদানের উপর। উদাহরণস্বরূপ, অনিচ্ছাকৃত গর্ভধারণ অনেক ক্ষেত্রে মায়ের শারীরিক স্বাস্থ্য, মানসিক সুস্থতা এবং সামাজিক অবস্থার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। অর্থনৈতিক অস্থিরতা, পারিবারিক চাপ এবং সামাজিক কলঙ্কের মতো বিষয়গুলো মায়ের জীবনকে জটিল করে তোলে। এই প্রেক্ষাপটে, গর্ভপাতকে একটি নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য বিকল্প হিসেবে দেখা যেতে পারে, কারণ এটি সম্ভাব্য কষ্টকে হ্রাস করতে পারে।

উপযোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনা করে, জন্মগ্রহণকারী শিশুর সম্ভাব্য জীবনের মান কীরূপ হবে? যদি একটি শিশু এমন পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে যেখানে দারিদ্র্য, নির্যাতনের সম্ভাবনা বেশি, তাহলে সেই জীবনের সামগ্রিক সুখ প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে। এই যুক্তি অনুসারে, গর্ভপাত কখনো কখনো ভবিষ্যৎ কষ্ট প্রতিরোধের একটি উপায় হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তবে উপযোগবাদী বিশ্লেষণের একটি মৌলিক সীমাবদ্ধতা হলো, এটি ব্যক্তির অধিকার এবং নৈতিক মর্যাদাকে পর্যাপ্ত গুরুত্ব দেয় না। উদাহরণস্বরূপ, যদি ভ্রূণকে একটি নৈতিক সত্তা হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তাহলে তার সম্ভাব্য জীবনকে শুধুমাত্র সামগ্রিক সুখের হিসাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা নৈতিকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে ওঠে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, উপযোগবাদ কখনো কখনো সর্বাধিক কল্যাণ নিশ্চিত করার নামে দুর্বল সত্তার অধিকারকে উপেক্ষা করতে পারে। এছাড়াও, গর্ভপাতের দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন করাও উপযোগবাদী বিশ্লেষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। উদাহরণস্বরূপ, যদি গর্ভপাত সহজলভ্য হয়, তাহলে এটি নারীর স্বাধীনতা ও সামাজিক অংশগ্রহণকে বৃদ্ধি করতে পারে, যা সামগ্রিকভাবে সমাজের কল্যাণে অবদান রাখে। অন্যদিকে, গর্ভপাতের অতিরিক্ত ব্যবহার সামাজিক বা নৈতিক অবক্ষয়ের কারণ হতে পারে। উপযোগবাদী বিশ্লেষণের আরেকটি জটিলতা হলো পরিমাপের সমস্যা। সুখ, কষ্ট, এবং কল্যাণের মতো বিষয়গুলোকে নির্দিষ্টভাবে পরিমাপ করা কঠিন, ফলে কোন সিদ্ধান্তটি অধিক উপযোগী তা নির্ধারণ সবসময় সহজ নয়। উপযোগবাদ গর্ভপাতের নৈতিকতা সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু সীমাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে। এটি গর্ভপাতের সামাজিক ও বাস্তবিক প্রভাবকে মূল্যায়ন করতে সহায়তা করলেও, ব্যক্তির অধিকার এবং নৈতিক মর্যাদার প্রশ্নে এটি একটি পূর্ণাঙ্গ সমাধান প্রদান করতে সক্ষম নয়। এজন্য, গর্ভপাতের নৈতিকতা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে উপযোগবাদকে অন্যান্য নৈতিক তত্ত্বের সাথে সমন্বয় করে ব্যবহার করা অধিক যুক্তিসংগত।

গর্ভপাতের নৈতিকতায় কর্তব্যবাদী বিশ্লেষণ:

গর্ভপাতের নৈতিকতা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে কর্তব্যবাদ একটি মৌলিক এবং নীতিনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে, যেখানে কোনো কাজের নৈতিকতা তার ফলাফলের উপর নয় বরং সেই কাজটি নির্দিষ্ট নৈতিক নীতি বা কর্তব্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা - তার উপর নির্ভর করে। এই তত্ত্বের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা ইমানুয়েল কান্ট, যিনি নৈতিকতার ভিত্তি হিসেবে নিঃশর্ত অনুজ্ঞার ধারণাটি প্রতিষ্ঠা করেন। কান্টের মতে, প্রতিটি ব্যক্তি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নৈতিক সত্তা এবং তাকে কখনোই কেবলমাত্র একটি উপায় হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয়। এই নীতির আলোকে গর্ভপাতের প্রশ্নটি একটি জটিল নৈতিক দ্বন্দ্বে পরিণত হয়।

প্রথমত, যদি ভ্রূণকে একটি নৈতিক ব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়, তবে তাকে হত্যা করা কান্টের নীতির বিরোধী হবে, কারণ এটি তাকে একটি উপায় হিসেবে ব্যবহার করার সামিল। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গর্ভপাতকে নৈতিকভাবে অগ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। যদি একজন নারীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে গর্ভধারণ বজায় রাখতে বাধ্য করা হয়, তাহলে তাকে একটি উপায় হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, যা তার মর্যাদা ও স্বাধীনতার পরিপন্থী। এইভাবে, কর্তব্যবাদী নৈতিকতা গর্ভপাতের ক্ষেত্রে একটি দ্বৈত নৈতিক সংকট সৃষ্টি করে, যেখানে ভ্রূণের জীবন রক্ষা করা একটি নৈতিক কর্তব্য। মায়ের স্বাধীনতা রক্ষা করাও একটি সমান গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক কর্তব্য- এই দুই কর্তব্য পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ায় কোনো সহজ বা একমুখী সমাধান এখানে সম্ভব হয় না।

কর্তব্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সার্বজনীনতা। কান্টের মতে, একটি নৈতিক নীতি তখনই গ্রহণযোগ্য, যখন তা সর্বজনীনভাবে প্রয়োগ করা যায়। এই মানদণ্ডে বিচার করলে প্রশ্ন উঠে- সব ক্ষেত্রে গর্ভপাত কি নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য, নাকি সব ক্ষেত্রেই তা নিষিদ্ধ হওয়া উচিত? বাস্তব জীবনের বৈচিত্র্য এবং পরিস্থিতিগত পার্থক্য এই প্রশ্নের সরল উত্তরকে কঠিন করে তোলে। তদুপরি, কান্টের নীতিশাস্ত্রে ব্যক্তির উদ্দেশ্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়। গর্ভপাতের ক্ষেত্রে যদি উদ্দেশ্য হয় মায়ের জীবন রক্ষা করা, তাহলে সেটি একটি নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তবে যদি উদ্দেশ্য হয় শুধুমাত্র সুবিধা বা স্বাচ্ছন্দ্য, তাহলে তা নৈতিকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে। তবে এই দৃষ্টিভঙ্গিরও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। গর্ভপাতের মতো সংবেদনশীল বিষয়ে, যেখানে ব্যক্তিগত, সামাজিক, শারীরিক ও মানসিক উপাদানগুলো গভীরভাবে জড়িত, সেখানে শুধুমাত্র নৈতিক নিয়মের উপর নির্ভর করা অনেক সময় পর্যাপ্ত নয়। সুতরাং, কর্তব্যবাদ গর্ভপাতের নৈতিকতা সম্পর্কে একটি শক্তিশালী নীতিগত কাঠামো প্রদান করলেও, এটি একটি জটিল নৈতিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে যেখানে উভয় পক্ষের দাবিই যুক্তিসংগত।

নারীবাদী নৈতিকতা:

গর্ভপাতের নৈতিকতা নিয়ে আলোচনায় নারীবাদী নৈতিকতা একটি গুরুত্বপূর্ণ ও স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে, যা প্রচলিত নৈতিক তত্ত্বগুলোর সীমাবদ্ধতাকে চিহ্নিত করে এবং বাস্তব জীবনের সামাজিক প্রেক্ষাপটকে বিশ্লেষণের কেন্দ্রে নিয়ে আসে। উপযোগবাদ ও কর্তব্যবাদের মতো ঐতিহ্যগত তত্ত্বগুলো প্রায়শই বিমূর্ত নীতি ও সার্বজনীন নিয়মের উপর জোর দেয়, কিন্তু নারীবাদী নৈতিকতা দেখায় যে নৈতিক সিদ্ধান্ত সবসময়ই নির্দিষ্ট সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও লিঙ্গভিত্তিক বাস্তবতার মধ্যে গঠিত হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রবক্তা ক্যারল গিলিগান, তিনি তার যত্নের নৈতিকতা তত্ত্বে যুক্তি দেন যে নৈতিকতা শুধুমাত্র নিয়ম ও অধিকারের প্রশ্ন নয়, বরং এটি সম্পর্ক, যত্ন, সহানুভূতি এবং পারস্পরিক নির্ভরতার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। গিলিগানের মতে, প্রচলিত নৈতিক তত্ত্বগুলো প্রায়শই ন্যায়বিচারকে অগ্রাধিকার দিয়ে যত্ন-এর মূল্যকে উপেক্ষা করেছে, যা বিশেষত নারীর অভিজ্ঞতাকে প্রান্তিক করে তোলে। গর্ভপাতের ক্ষেত্রে নারীবাদী নৈতিকতা এই প্রশ্নটি নতুনভাবে

উপস্থাপন করে, একজন নারীর জীবনের বাস্তব পরিস্থিতি, সামাজিক অবস্থান এবং সম্পর্কগুলো বিবেচনা না করে কি গর্ভপাতের নৈতিকতা নির্ধারণ করা সম্ভব? এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, গর্ভপাত একটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নয়, বরং এটি সামাজিক কাঠামো, অর্থনৈতিক অবস্থা, পারিবারিক সম্পর্ক এবং সাংস্কৃতিক মানদণ্ড দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত।

উদাহরণস্বরূপ, অনেক ক্ষেত্রে নারীরা আর্থিক অনিশ্চয়তা, পারিবারিক চাপ বা সামাজিক কলঙ্কের কারণে গর্ভপাতের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন। নারীবাদী নৈতিকতা তাই দাবি করে যে, গর্ভপাতের প্রশ্নে নারীর কণ্ঠস্বর, অভিজ্ঞতা এবং প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্রীয় গুরুত্ব দেওয়া উচিত। এছাড়াও, নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক কাঠামোর সমালোচনা করে, যা ঐতিহাসিকভাবে নারীর শরীর ও প্রজননক্ষমতার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে। এই প্রেক্ষাপটে, গর্ভপাতের অধিকারকে নারীর স্বাধীনতা ও সমতার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ভ্রূণের নৈতিক মর্যাদা এই দৃষ্টিভঙ্গিতে তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্ব পায়। তবুও নারীবাদী নৈতিকতা গর্ভপাতের বিতর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে, কারণ এটি নৈতিক আলোচনাকে আরও মানবিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং বাস্তবমুখী করে তোলে। এটি দেখায় যে গর্ভপাতের প্রশ্ন শুধুমাত্র অধিকার বা নীতির নয়, বরং সম্পর্ক, যত্ন এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রশ্নও উঠে আসে। সুতরাং, গর্ভপাতের নৈতিকতা বোঝার ক্ষেত্রে নারীবাদী নৈতিকতা একটি অপরিহার্য দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে।

উপসংহার:

ভ্রূণের অধিকার এবং মায়ের শারীরিক স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে নৈতিক দ্বন্দ্ব জৈব চিকিৎসা নীতিশাস্ত্রের এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এই গবেষণায় বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্বের আলোকে এই সমস্যার বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, কোনো একক নৈতিক কাঠামো এই দ্বন্দ্বের সম্পূর্ণ ও সর্বজনগ্রাহ্য সমাধান প্রদান করতে সক্ষম নয়। বরং প্রতিটি তত্ত্ব এই সমস্যার একটি নির্দিষ্ট দিককে আলোকিত করে এবং তার নিজস্ব সীমাবদ্ধতাও বহন করে। ডন মারকুইসের বিশ্লেষণ ভ্রূণের সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ জীবনের মূল্যকে কেন্দ্র করে গর্ভপাতের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী নৈতিক অবস্থান প্রতিষ্ঠা করে। অন্যদিকে, জুডিথ জার্ভিস্ থমসন্-এর যুক্তি মায়ের শারীরিক স্বায়ত্তশাসনকে অগ্রাধিকার দিয়ে দেখায় যে, অন্যের জীবন রক্ষার জন্য কাউকে তার শরীর ব্যবহারে বাধ্য করা নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। এই দুই অবস্থান গর্ভপাত বিতর্কের মৌলিক দ্বৈততাকে স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত করে। একইসঙ্গে, মিলের উপযোগবাদ গর্ভপাতের ফলাফল ও সামগ্রিক কল্যাণকে গুরুত্ব দিয়ে একটি বাস্তবমুখী মূল্যায়ন প্রদান করে, যদিও এটি ব্যক্তিগত অধিকারকে কখনো কখনো উপেক্ষা করতে পারে। অপরদিকে, ইমানুয়েল কান্টের কর্তব্যবাদ উভয় পক্ষের নৈতিক দাবিকে সমান গুরুত্ব দিয়ে একটি গভীর নৈতিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে, যেখানে কোনো সহজ সমাধান নেই। পাশাপাশি, ক্যারল গিলিগান-এর নারীবাদী নৈতিকতা এই সমস্যাটিকে সামাজিক বাস্তবতা, সম্পর্ক এবং যত্নের প্রেক্ষাপটে পুনর্বিবেচনা করে, যা এই বিতর্ককে আরও মানবিক ও প্রাসঙ্গিক করে তোলে।

পরিশেষে, এই গবেষণার আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, ভ্রূণের অধিকার এবং মায়ের স্বাধীনতার মধ্যে একটি ভারসাম্যপূর্ণ সমন্বয়ই সবচেয়ে যুক্তিসংগত এবং নৈতিকভাবে গ্রহণযোগ্য অবস্থান। এই ধরনের একটি মধ্যপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি কেবল দার্শনিকভাবে নয়, বরং আইনগত ও সামাজিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রেও কার্যকর হতে পারে। এই বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে, গর্ভপাতের নৈতিকতা একটি স্থির বা একরৈখিক প্রশ্ন নয়, বরং এটি একটি প্রেক্ষাপটনির্ভর এবং গতিশীল নৈতিক সমস্যা। এই প্রেক্ষিতে ধাপে ধাপে নৈতিক মর্যাদা বৃদ্ধির ধারণাটি একটি কার্যকর মধ্যপন্থা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, গর্ভধারণের প্রাথমিক পর্যায়ে মায়ের শারীরিক স্বায়ত্তশাসনকে অগ্রাধিকার দেওয়া

যুক্তিসংগত, তবে ভ্রূণের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার নৈতিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাওয়ায় পরবর্তী পর্যায়ে তার জীবনাধিকারকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা প্রয়োজন। গর্ভপাতের নৈতিকতা সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বিমূর্ত নৈতিক তত্ত্বের উপর নির্ভর না করে বাস্তব জীবনের প্রেক্ষাপট, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং সামাজিক কাঠামোকে সমান গুরুত্ব দেওয়া জরুরি। এই সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গিই জৈব চিকিৎসা নীতিশাস্ত্রের আলোচনাকে আরও সমৃদ্ধ ও মানবিক করে তুলতে পারে।

গ্রন্থপঞ্জি:

1. Thomson, J. J. (1971). A defense of abortion. Philosophy & Public Affairs, 1(1), 47–66.
2. Marquis, D. (1989). Why abortion is immoral. The Journal of Philosophy, 86(4), 183–202.
3. Mill, J. S. (1863). Utilitarianism.
4. Kant, I. (2006). Groundwork of the metaphysics of morals. Cambridge University Press.
5. Gilligan, C. (2003). In a different voice. Harvard University Press.
6. পাল, ড. সন্তোষ কুমার। (২০২১)। ফলিত নীতিশাস্ত্র, প্রথম খন্ড। লেভেন্ট বুক ইন্ডিয়া।
7. পাল, ড. সন্তোষ কুমার। (২০২১)। ফলিত নীতিশাস্ত্র, দ্বিতীয় খন্ড। লেভেন্ট বুক ইন্ডিয়া।
8. চক্রবর্তী, সোমনাথ. (২০২০). কথায় কর্মে এথিক্স. প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা.
9. সরকার, স্বপ্না। (২০২২)। নীতিবিদ্যাঃ ফলিত পরিবেশ ও অধিনীতিবিদ্যা। মিত্রম্, কলকাতা।
10. বসু, রাজশ্রী। (২০১৪)। নারীবাদ। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা।
11. চক্রবর্তী, বাসবী ও বসু, রাজশ্রী। (২০২১)। প্রসঙ্গ মানবীবিদ্যা। উর্বী প্রকাশন, কলকাতা।
12. ধর, বেনুলাল। (২০১৭)। ব্যবহারিক নীতিদর্শন। মিত্রম্, কলকাতা।
13. ঘোষাল, শিখা। (২০২২)। কান্টের নীতিতত্ত্বের মূলকথা। মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা।
14. ভদ্র, মৃণালকান্তি। (২০০৯)। নীতিবিদ্যা। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।